'প্রিয়তমেষু'

বাঙালীর জাতীয় জীবনের বৃহত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমি তার উত্তরাধিকারী। আপামর বাঙালীর উত্তরাধিকার এই সম্পদে, এই অমূল্য ধনে।

কবির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার শৈশবেই, মায়ের কোলে। মা গাইতেন গুনগুনিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান। আমি শুনছি। শিশু আমি। আমার প্রত্যহের আরামে জড়িয়ে ছিলো সেই গান শোনা। আমার চেতনের গভীরে সংগোপনে বাসা বেঁধে ছিলো সেই সুর। অগোচরেই কখন নিবিড় পুলকে ফুটলো তা আমার গলার গান হয়ে। এলো আমার বাল্যের বেলায় — যখন ফুল কুড়িয়ে, দোলনা দুলে আপন মনে গান গেয়েছি।

তখন ছেলেবেলা। বাবার হাত ধরে জলসায় যেতাম। গান শোনাতাম সকলকে। সে অনেক গান। রবী ঠাকুরের গান। বাবা বলতেন: রবীঠাকুর গান।

লেখাপড়া, খেলাধূলো, নাচে গানে দিন কেটে গেছে। এখন বড়ো হয়ে চলেছি। কবিতা আবৃত্তি করি মঞ্চে দাঁড়িয়ে। অভিনয়ও শিখেছি। নানান সুরের গান শেখা হচ্ছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাঠও শুরু হয়েছে। আনন্দে উৎসবে দিন যায়। আমি 'গান পরে গান গেয়ে যাই'

অনেক সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। জীবনে এখন ভিন্ন দৃশ্যপট। কবির দেখা পাই এখন গদ্যে কাব্যে, গল্পে উপন্যাসে, সর্বত্রই। অনুভবে তাঁকে পেতে চাই ফিরে ফিরে। বক্ষতলে ঘনিয়ে আসা নিভৃত প্রাণের আকুতি থেকে উৎসারিত জীবনের এক অনির্বাচ্য অনুভব। উজ্জ্বল প্রতিভায় ব্যাকুল আত্মনিবেদনে আমি তাঁকে চাই। চাই আমার মনের কাছটিতে। আমার হাসি কান্নায়, ভয় ভরসায়। তাই সম্পদে স্খলনে পতনে শুরু হয় প্রাণের আলাপ প্রিয়তমের সাথে। 'কেবল মাত্র গানে গানে'। পেয়ে যাই অবিস্মরণীয় কিছু উপাসনা গীতি – যাদের অবারিত বাণী স্তুতি করার অছিলে, গানে প্রাণ পায় পরম আশ্রয়। কবি হয়ে ওঠেন যাত্রীদলের প্রত্যহের মনের সাগর পারাপারের কাণ্ডারী।

দীর্ঘ পথের যাত্রা আমার। ক্লান্তিহীন চলা। চলেছি চিরনূতনের পথে। চিরদিন, চির প্রবহমান কবির হাত ধরে। দিনশেষের গানে থাকবেন কবি। থাকবেন আমার শেষ প্রহরের উপাসনায়। রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সার্ধ * জন্ম শতবর্ষে কবিকে প্রণাম ও জীবনের ধন্যতা জ্ঞাপন' পিটস্‌বর্গ।

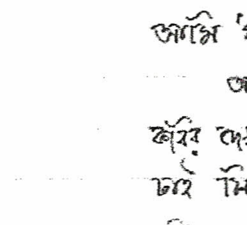

~Rama Banerjee